হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রযোজিত

নীল আকাশের নীচে

হেমন্ত বেলা প্রোডাকসন্সের

নিবেদন!

জনতা রিলিজ

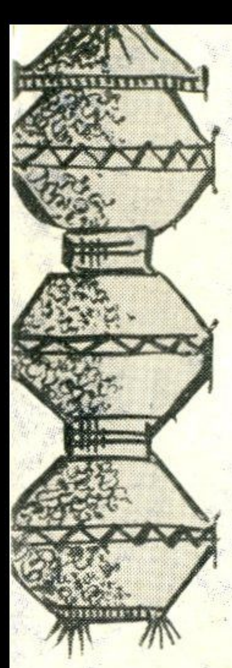

হেমন্ত বেলা প্রডাক্‌সন্স-এর নিবেদন

নীল আকাশের নীচে

(পদ্মবিভুষণ মহাদেবী বর্মার ছোটো গল্প 'চীনি ফেরিওয়ালা' অবলম্বনে)

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা — মৃণাল সেন

প্রযোজনা — হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সহযোগী প্রযোজনা — শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়, বেলা মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চিত্রশিল্প : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়
শব্দানুলেখন : অতুল চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীতগ্রহণ : মিনু কাত্রাক (বম্বে)
পুনঃশব্দানুলেখন : রবীন চট্টোঃ (বম্বে)
শিল্প নির্দেশনা : সুনীতি মিত্র

গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
রূপসজ্জা : শক্তি সেন, অনন্ত দাস
ব্যবস্থাপনা : শ্যামল চক্রবর্তী
পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত
পরিচয়পত্র লিখন : প্রসাদ মিত্র
স্থিরচিত্র : স্যাংগ্রিলা
প্রচার পরিকল্পনা : ক্যাপ্‌স্

সম্পাদনা : সুবোধ রায়
কর্মসচিব : পরিমল সেনগুপ্ত, অজিত চট্টোপাধ্যায়

সেট নির্মাণ : কমল দাস

আলোক সম্পাত : কেনারাম হালদার, কেষ্ট দাস, কালীচরণ, ব্রজেন, জগন

ভূমিকায়

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, স্মৃতি বিশ্বাস, লী চিউ ফং, ঈ শাও ওয়েন, সুরুচি সেনগুপ্তা, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, মনু মুখোপাধ্যায়, কালী চক্রবর্তী, সুধীর বসু, লিউ চ্যাং চিং, ইয়ং চিন তিয়েন, লিয়াও তাই শেং, ক্যুও লিন আন, চেন চুয়ান লুং, হোউ চিন শিউ, লিউ ওয়াং উয়ান, ভাস্কর দেব ও রানু, সুবিত, বাবলু, বরুন এবং আরো অনেকে

সহকারী

পরিচালনা : ভবেন দাস, ইন্দোর সেন ॥ চিত্রশিল্প : অমূল্য দত্ত এস, এ, সি ॥ শব্দানুলেখন : সুজিত সরকার ॥ শিল্প নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র ॥ সম্পাদনা : মিহির ঘোষ ॥ সঙ্গীত : সমরেশ রায়, অমল মুখোপাধ্যায় ॥ রূপসজ্জা : পাঁচু দাস ব্যবস্থাপনা : অতুল দে, বলাই মণ্ডল ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হরিচন্দ্র চন্দ্র, সুনীল পাল, লাই, কে, এ্যাহয়, হ্যাও চিং সুই, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী চীনা সম্প্রদায়, ট্যাংরা চীনা ক্লাব, পরিতোষ রায়, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্র দত্ত (ছাতা), কচি সরকার, বাবলী সরকার, মণ্টু বসু, আশুতোষ নাগ, প্রিমিয়ার কমার্শিয়াল কলেজ, ইষ্ট বেঙ্গল ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটি, এল, বোস এণ্ড কোং (কালিম্পং) চৌ বে সুই ও বসন্ত চৌধুরী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও-তে গৃহীত ও
বেঙ্গল ফিল্মস্ ল্যাবরেটরিজ-এ পরিস্ফুটিত
জনতা পিক্‌চার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিমিটেড পরিবেশিত

কাহিনী

উনিশ শ' তিরিশের কলকাতা। জাতীয়-মুক্তির আন্দোলন চলেছে সমস্ত দেশ জুড়ে।

শহরের অভিজাত পাড়ায় ব্যারিষ্টার রজত রায়ের বাস। স্ত্রী বাসন্তী মুক্তি-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী—গোঁড়া স্বদেশী—স্বদেশীয়ানার সব কিছুই মেনে চলে নিষ্ঠার সঙ্গে—খদ্দর ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করে না।

একদিন এক চীনা ফেরিওয়ালা এসে দাঁড়ায় বাসন্তীর দরজায়। হাঁকে—সিলক্! ফেরিওয়ালা নাছোড়বান্দা, বলে—মেমসাব, আচ্ছা সিলক্, ভেরি চীপ, একদম ফাষ্টক্লাস - খাস চীনা মুলুক থেকে এসেছে। ফেরিওয়ালার পীড়াপিড়িতে শেষ পর্যন্ত আদর্শচ্যুত (!) হতেই হয় বাসন্তীকে, একটা টেবিলক্লথ কিনে রেহাই পায়।

বিচিত্র এক খুশির আমেজে মশগুল হয়ে ফিরে আসে চীনা ফেরিওয়ালা ওয়াং লু। ক্লান্ত পায়ে পথ চলে ওয়াং লু আর ভাবে···ভেসে ওঠে কতোদিনের ফেলে আসা একটা দেশ···একটা ছোটো গ্রাম···সাণ্টুং···ভাই বোনের ছোটো

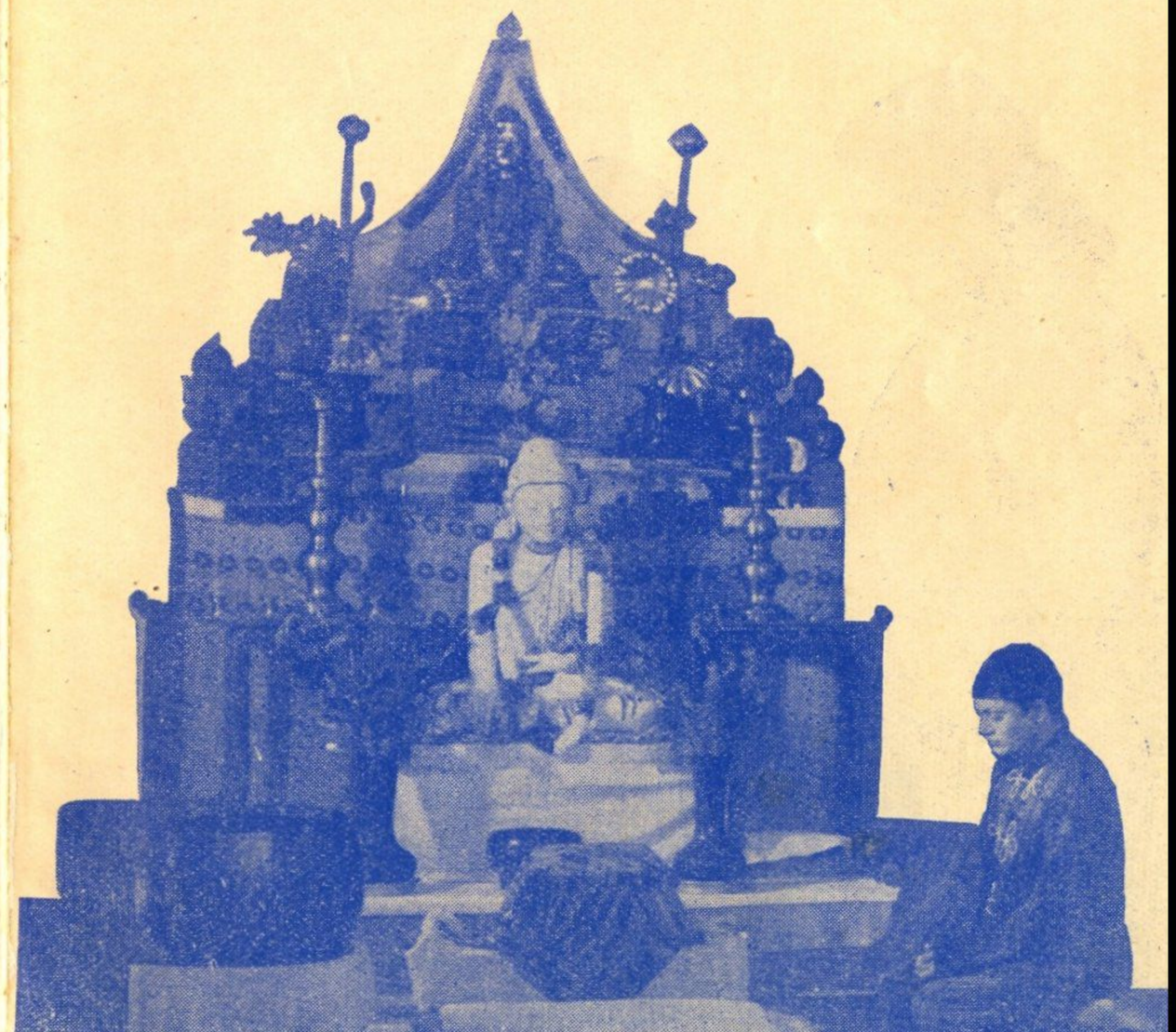

সংসার···আর হারিয়ে যাওয়া বোনের আকুতি ভরা মুখ!···ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় কলকাতার ফেরিওয়ালা ওয়াং-এর ভিতরটা, ডুকরে কেঁদে ওঠে সমস্ত অন্তরাত্মা।

বাসন্তীর কাছে আবার আসে ওয়াং। এবার সে বিক্রী করতে আসেনি, রুমাল এনেছে উপহার দিতে।

বাসন্তীর টেবিলক্লথ ও রুমাল কেনার কথা রজত জানতে পারে। খুসী হয় মনে মনে—তেমন করে ধরলে তাহলে আদর্শচ্যুত হয় বাসন্তীও! একটি দামী সিল্কের শাড়ি কিনে বাসন্তীর সামনে তুলে ধরে রজত। বাসন্তী অবাক! ফিরিয়ে দেয় শাড়ি। কেমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। দুজনেই যেন এই প্রথম বুঝতে পারে যে তাদের দাম্পত্য জীবনে কোথায়ও একটা ফাঁক রয়ে গেছে। একটু অমিল—মতের ও মনের। বাসন্তী শঙ্কিত হয়, রজত রুষ্ট।

ওয়াং প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে আসে বাসন্তীর কাছে। স্নেহ-বঞ্চিত কাঙাল মনই তাকে টেনে আনে বার বার। বাসন্তী বিব্রত হয়, ওয়াংকে ফিরিয়ে দিতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত পারে না। মানুষটার ওপর মায়া হয়, নিজেকে সংযত করে।

এদিকে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অমিলটা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, এবং ক্রমে তিক্ততার পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। বাসন্তী অসহায়, রজত নিরুপায়। দুজনেই বোঝে, এতোদিন বাসন্তী যে ভাবে চলে এসেছে রজত তা চায়নি।

বাসন্তীর সমস্ত কাজকর্মের প্রতি রজতের প্রবল অশ্রদ্ধা জন্মায়। একদিন বাসন্তীরই সামনে রজত ওয়াংকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। লজ্জায় ঘৃণায় বাসন্তী দিশেহারা হয়ে পড়ে।

চীনা নববর্ষের দিন ওয়াং নতুন সাজে উপহার নিয়ে এসে দাঁড়ায় 'সিসতার'-এর দরজায়। অভিবাদন জানায়– কুংসি সিন্যা! ওয়াং-এর পুনরাগমনে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। ক্রমে ওয়াং-এর প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে এতোদিনের দাবিয়ে রাখা ব্যক্তিগত মনোভাবগুলি কুৎসিতভাবে বেরিয়ে আসে। বাইরে অপেক্ষমান ওয়াং বুঝতে পারে তাকেই কেন্দ্র করে ভেতরে চলেছে তুমুল ঝগড়া। নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে রাস্তার ফেরিওয়ালা ওয়াং।

এরপর যেদিন বাসন্তী ও রজত ওয়াং-এর অতীত জীবনের কথা জানতে পারে এবং অপরাধ বোধে রজতের মাথা হেঁট হয়ে যায় সেইদিনই বাসন্তী গ্রেপ্তার হয়।

বছর গড়িয়ে যায়। ওয়াং জেলখানার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। কারা প্রাচীরের অন্তরালে অন্ধকারে দিন গোনে বাসন্তী আর ওয়াং ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলে পথ পরিক্রমায়।·····

(১)

ও নদীরে—
একটী কথা শুধাই শুধু তোমারে
বল কোথায় তোমার দেশ
তোমার নেই কি চলার শেষ ?
তোমার কোনো বাঁধন নাই
তুমি ঘরছাড়া কি তাই
এই আছো ভাঁটায় আবার এই তো
দেখি জোয়ারে
বলকোথায় তোমার দেশ……
এ কূল ভেঙে ওকূল তুমি গড়
যার একূল ওকূল দুকূল গেল
তার লাগি কি কর ?
আমায় ভাবছো মিছেই পর
তোমার নাই কি অবসর
সুখ দুঃখের কথা কিছু কইলে
না হয় আমারে
বল কোথায় তোমার দেশ……

(২)

নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী
আর পৃথিবীর পরে ঐ নীলাকাশ
তুমি দেখেছো কি ?
আকাশ আকাশ শুধু নীল
ঘন নীল নীলাকাশ
সেই নীল মুছে দিয়ে আসে রাত
পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে তুমি দেখেছো কি ?
তুমি রাতের সে নীরবতা দেখেছো কি ?
শুনেছো কি রাত্রির কান্না
বাতাসে বাতাসে বাজে
তুমি শুনেছো কি ?
নিবিড় আঁধার নেমে আসে
ছায়াঘন কালোরাত
কলরব কোলাহল থেমে যায়
নিশীথ প্রহরী জাগে তুমি দেখেছো কি ?
এই বেদনার ইতিহাস শুনেছো কি ?
দেখেছো কি মানুষের অশ্রু
শিশিরে শিশিরে ঝরে
তুমি দেখেছো কি ?
অসীম আকাশ তারি নীচে চেয়ে দেখ
ঘুমায় মানুষ
জাগে শুধু কত ব্যথা হাহাকার
ছোটো ছোটো মানুষের
ছোটো ছোটো আশা।
কে রাখে খবর তার তুমি দেখেছো কি ?
আর শুনেছো কি মানুষের কান্না
বাতাসে বাতাসে বাজে
তুমি শুনেছো কি ?

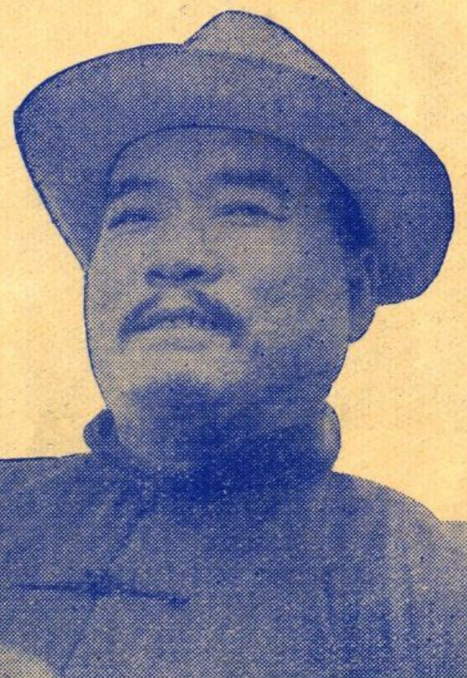

NEEL AKASHER NEECHE

(UNDER THE BLUE SKY)

Calcutta 1930.....The Ruler's oppression and the people's resistance. .....Those unforgettable days !

And that unforgettable man.....Wang Loo, the Chinese hawker !

It so happens that one day, Wang, after a day's futile attempt to sell some of his merchandise, goes to Basanti's house and knocks at her door.

Basanti is a political worker, comes from an upper-middle class family, wife of the young barrister Rajat Roy. While Rajat is passionately inclined towards the gaudy life of the Idle Rich Society, his wife Basanti has completely identified herself with the great national struggle for independence.

Hawkers, as a rule, are persuasive talkers, and Wang is no exception. A small table cloth is at last sold to Basanti who, on principle, does not trade with foreigners. Wang is thankful to the lady not so much for the purchase as for the kind treatment he receives.

Wang walks along the street. Something seems to stir within him, a secret emotion roused by the words of sympathy from this unknown purchaser. Wang's thoughts go down the memory lane.....A distant village in North-East China.....a little family—brother and sister.....and a little happiness...The rest is a big event. It is disquieting, it is tormenting—the loss of the sister.

Once again Wang appears before Basanti and produces about a dozen beautifully embroidered hankies. These are his presentations to the 'Sister' !

Rajat comes to know about the hankies and the table cloth, and is pleasantly amused. He buys a silk sari from a fashionable shop and presents the same to his wife. Basanti, a habitual Khadi wearer as she is, refuses to accept the sari as a result of which Rajat's feeling is violently shaken. The situation becomes embarassing.

For obvious reasons the relation between the husband and the wife continues to be stiff, the difference widens ; and one day Wang is driven out of the house.

Chinese New Year Day. Once again Wang appears before Basanti with that familiar Chinese greeting—'KUNGSHI SINYA'!

Rajat gets furious. Basanti makes frantic effort to silense him The situation goes out of control. A poor Chinese hawker thus becomes instrumental in bringing to light the inherent differences between the husband and the wife. The personalities clash.

When there is quarrel upstairs, Wang quietly leaves the room leaving the packet of presentation on the table.

Years psss...A lot of things happen...Congress is declared illegal... Basanti is arrested.....violence, repression, cruelty and stupidity of the Imperialist power...

And on the top of it Japan attacks China....Reactions all over the world...Appeal to Overseas Chinese to come and fight the Japs.....

Wang Loo takes a decision.....

দুঃসাহসিক প্রেম ও ভক্তির

অসাধারণ চলচ্চিত্রায়ণ !

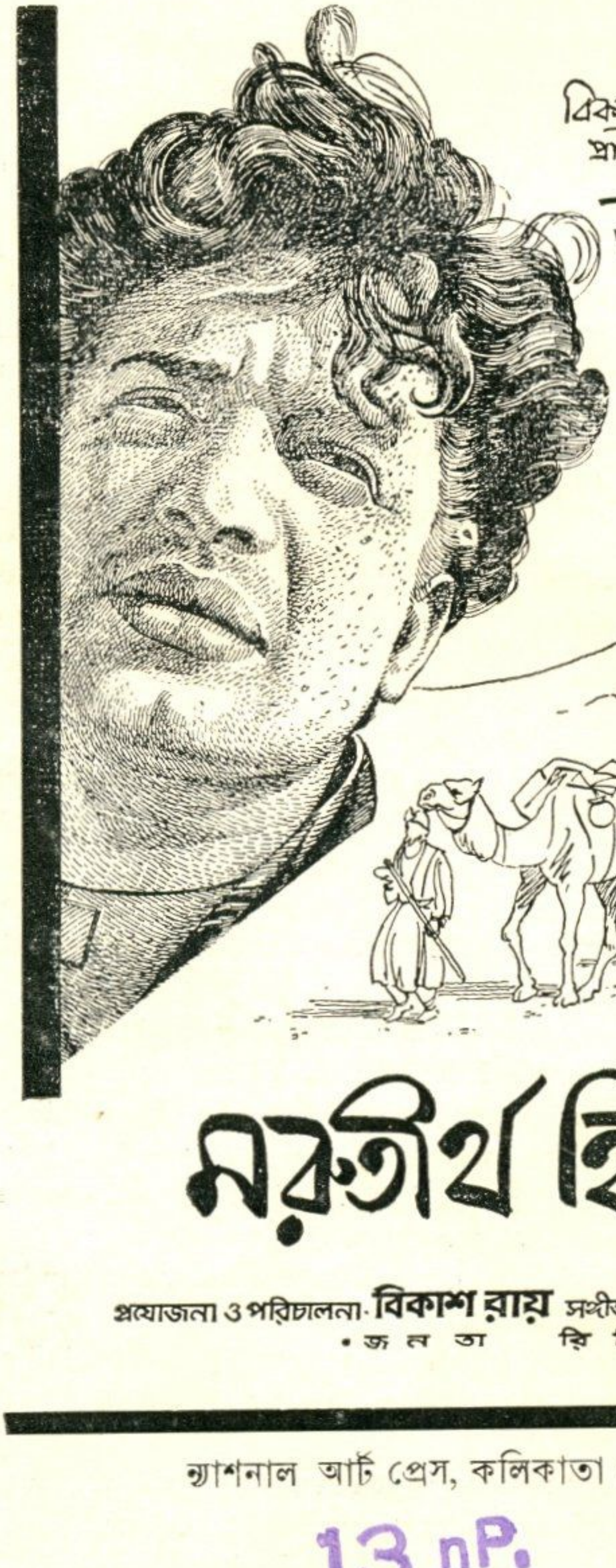

বিকাশরায় প্রোডাকসন্স
প্রাইভেট লিঃ নিবেদিত

উত্তম কুমার

সাবিত্রী

অভিনীত

অবধূত রচিত

*

মরুতীর্থ হিংলাজ

প্রযোজনা ও পরিচালনা · **বিকাশ রায়** সঙ্গীত · **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

• জ ন তা ফি লি জ •

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।

13 nP.